CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

SUZY news

বর্ষ ১ সংখ্যা ২ আগস্ট ২০০৪

বাংলাদেশে ডায়রিয়া নিরাময়ে শিশুদের জন্য জিঙ্ক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন (সুজি) প্রকল্প-এর নিউজলেটার

সুপ্রিয় পাঠক,

সুজি নিউজ-এর দ্বিতীয় সংস্করণে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এবছর এপ্রিলে শিশুদের ডায়রিয়ায় জিঙ্ক চিকিৎসা-বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। সে সম্মেলনের একটি সার-সংক্ষেপ আপনারা আমাদের এই নিউজ লেটারে পাবেন। সম্মেলনে উপস্থাপিত বিষয়সমূহসহ এর বিস্তারিত বিবরণ আমাদের হোমপেজ http://www.icddrb.org/activity/SUZY-তে পাবেন।

ইতোমধ্যেই আমরা আমাদের দ্বিতীয় সম্মেলনের পরিকল্পনা শুরু করেছি। আমরা জানতে পেরেছি যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জিঙ্ক সম্পূরক (সাপ্লিমেন্ট) হিসেবে এবং ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগে জিঙ্ক চিকিৎসার উপকারিতা অনুসন্ধানের জন্য কিছু সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তবে দেখা যাচ্ছে যে, জিঙ্ক-বিষয়ে সংলাপ এবং তথ্য বিনিময়ের সুযোগ সীমিত আর সেটাই আমরা পরিবর্তন করতে চাই।

২০০৫ সালের ১৭-১৮ এপ্রিল ঢাকায় **'জিঙ্ককে জনগণের কাছে নিয়ে আসা'** শীর্ষক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। এ-সম্মেলনটি জিঙ্ক নিয়ে কর্মরত মানুষের মধ্যে সংলাপ এবং তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি মঞ্চ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সম্মেলনে আমরা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় জিঙ্ক ব্যবহার, পুষ্টিতে জিঙ্ক-এর ভূমিকা, প্রযুক্তি স্থানান্তরকরণ এবং জিঙ্ক-দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণের অভিজ্ঞতার ওপর বিষয়ভিত্তিক অধিবেশনের আয়োজন করব। খুব শীঘ্রই সুজি হোমপেজে এই বিষয়ে আরও তথ্য জানতে পারবেন।

এই সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে আমরা যেসব ব্যক্তি এবং প্রকল্প জিঙ্ক নিয়ে গবেষণা বা প্রকৃত চিকিৎসায় জিঙ্ক ব্যবহার করছে তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। আপনারা যদি স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিঙ্ক ব্যবহার করে থাকেন তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনারা যে বিষয়ে কাজ করছেন তা জানিয়ে আমাদের ই-মেইল করুন এই ঠিকানায়: s_liza@icddrb.org অথবা ফ্যাক্স করুন ৮৮১১৫৬৮-এ নম্বরে। আপনার জানামতে জিঙ্ক নিয়ে স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করছে এমন কেউ থাকলে তাকে আমাদের সম্বন্ধে জানান।

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান সম্প্রসারণ-বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

- সুমনা লিজা, ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ম্যানেজার, সুজি প্রকল্প

২০০৪ সালের ১৯ এপ্রিল আইসিডিডিআর,বি-র সাসাকাওয়া মিলনায়তনে ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের জিঙ্ক চিকিৎসা প্রদান সম্প্রসারণ-বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শিরোনাম ছিলো – জিঙ্ক চিকিৎসা সম্প্রসারণের অনুকূলে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত-সচিব জনাব মো: লুৎফর রহমান চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে গবেষণার অগ্রগতি, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং জিঙ্ক ট্যাবলেট প্রস্তুত ও বিপণন-সংক্রান্ত প্রচারের অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রথম জিঙ্ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

জন হপকিন্স ইউনিভারসিটি, বাল্টিমোর-এর ডা. আব্দুল্লাহ্ হেল বাকী, ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় জিঙ্ক-এর পটভূমি আলোচনা করেন। তিনি জিঙ্ক গবেষণার ঐতিহাসিক লক্ষ্যবস্তু, ডায়রিয়া-চিকিৎসায় জিঙ্ক-এর প্রমাণ-ভিত্তিক ভূমিকা, জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক কর্মসূচি ও নীতিমালার নির্দেশনা এবং জনস্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর আলোকপাত করেন।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডা: আব্দুল্লাহ্ হেল বাকী

ডা. আব্দুল্লাহ্ ব্রুকস্ শিশুদের মারাত্মক নিউমোনিয়া ব্যবস্থাপনায় জিঙ্ক-এর কার্যকারিতার ওপর আলোচনা করেন। তিনি মারাত্মক নিউমোনিয়া-আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় জিঙ্ক-এর কার্যকারিতা আলোচনা করেন। তিনি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা উভয়ক্ষেত্রেই তীব্র নিউমোনিয়ার ব্যাপ্তিকাল এবং হাসপাতালের অবস্থানের ওপর জিঙ্ক ব্যবহারের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা কার্যক্রমের সম্ভাব্য কলাকৌশল এবং লক্ষণের ওপর জিঙ্কের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন।

ডা. অলিভিয়ে ফনটেন তীব্র ডায়রিয়ার চিকিৎসা-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক অবস্থা আলোচনা করেন এবং ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক সুপারিশমালার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ফরমেটিভ রিসার্চ গ্রুপের প্রধান গবেষক ড. লরেন ব্লাম ফরমেটিভ রিসার্চ-এর প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন। গবেষণাটির সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের ডায়রিয়া-চিকিৎসায় বিভিন্ন প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই উদ্দেশ্যগুলো বোঝা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে–শৈশবকালীন ডায়রিয়ার ব্যাপারে স্থানীয় বিশ্বাস ও প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং ডায়রিয়া-আক্রান্ত হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে ঘরে নেওয়া ব্যবস্থা এবং কীভাবে ও কার কাছে চিকিৎসা-সেবা নেওয়া হয় তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব তথ্য ব্যবহৃত হবে সামাজিক-ভাবে মানানসই একটি গণমাধ্যম প্রচারণায় (মাস মিডিয়া ক্যামপেন) এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দ্বারা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে যে বার্তা জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হবে তা প্রণয়নের লক্ষ্যে।

সুজি প্রজেক্টের প্রধান ডা. চার্লস লারসন প্রজেক্ট-এর গবেষণা কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ (অবজারভেশন) কার্যক্রম-এর প্রাথমিক গবেষণা ফলাফলের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন। যেমন – ডায়রিয়া চিকিৎসায়

(২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

সুজি নিউজের এ-সংখ্যায় আপনি আর যা যা পাবেন তাহলো - ডা. এবিএম মোমিনুল হক এবং চার্লস লারসন-এর **জিঙ্ক সেফটি মনিটরিং গবেষণা** কার্যক্রমের ওপর একটি প্রতিবেদন যা বর্তমানে আইসিডিডিআর,বি-তে পরিচালিত হচ্ছে। জিঙ্ক ট্যাবলেট ব্যবহার করতে গিয়ে জনসাধারণের মনে সাধারণত যে প্রশ্নগুলো জাগে তা নিয়ে লিখেছেন ড. লরেন ব্লাম। এছাড়া আরও রয়েছে জিঙ্ক ও ডায়রিয়া-বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ইউনিসেফ-এর বর্তমান নির্দেশিকা নিয়ে একটি প্রতিবেদন এবং জিঙ্ক ট্যাবলেট উদ্ভাবনকারী ফরাসি কোম্পানি নিউট্রিসেট-এর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আশাকরি আপনাদের সকলের সুজি নিউজ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ পড়ে ভাল লাগবে।

রাল্‌ফ আর্নেষ্ট
ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন উপদেষ্টা
সুজি প্রকল্প

আইসিডিডিআর,বি এবং এসএমসি-র মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা-স্মারকের মাধ্যমে সুজি প্রজেক্টের একটি বড় মাইলফলক অর্জিত হয়েছে

যোগাযোগ

এই নিউজলেটার সম্বন্ধে অথবা সুজি প্রকল্প-এর বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন নিম্নলিখিত ঠিকানায় :

সুমনা লিজা
ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ম্যানেজার, সুজি প্রকল্প
আইসিডিডিআর,বিঃ সেন্টার ফর হেল্‌থ এ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
মহাখালী, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ

ই-মেইল: s_liza@icddrb.org
ফোন: (8802) 881 1751-60 (Extn. 2539)
ফ্যাক্স: (8802) 881 1568

আথবা আমাদের ওয়েবপেজ দেখুন এই ঠিকানায়ঃ
http://www.icddrb.org/activity/SUZY.

পেজ লে-আউট, ডেস্কটপ ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
- মো: মাহ্‌বুব-উল-আলম

মুদ্রণে : সেবা প্রিন্টিং প্রেস

(১ম পৃঃ পর)

বর্তমান ব্যবস্থাপনা চিত্র, ওষুধের ব্যবহার, ইত্যাদি। এছাড়া তিনি প্রজেক্ট-এর অন্যান্য গবেষণারও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। যেমন - ফরমেটিভ রিসার্চ, কভারেজ সার্ভে, ইন্সিডেন্ট কেস স্টাডিজ এবং অন্যান্য গবেষণাসমূহ যা শুরু হতে যাচ্ছে।

নিউট্রিসেট-এর মিস বিয়াট্রিস সিমকিন্‌স – জিঙ্ক ট্যাবলেট উৎপাদন এবং এর প্রযুক্তি স্থানান্তরের সাথে যুক্ত বিষয়াদি এবং জিঙ্ক ট্যাবলেট তৈরির জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নির্বাচন বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন।

সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস পারভীন রশীদ তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে জিঙ্ক ট্যাবলেট আমদানি, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপস্থাপনাসমূহের পূর্ণবিবরণ আমাদের হোমপেজ http://www.icddrb.org/activity/SUZY-তে পাওয়া যাবে।

জিঙ্ক-এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ: প্রাথমিক ফলাফল

- ডা. এবিএম মমিনুল হক, চার্লস লারসন এবং ডা. আলী মিরাজ খান

চতুর্থ পর্বের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা **'পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিবীক্ষণ (মনিটরিং): শিশুদের ডায়রিয়া রোগে নিয়মিত চিকিৎসার অংশ হিসেবে জিঙ্কের অন্তর্ভুক্তি'** সুজি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি গবেষণা। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো – জিঙ্ক চিকিৎসার সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, বিরল প্রতিক্রিয়া অথবা এর বিষাক্ততা পরিবীক্ষণ করা। পিএসকেপি ক্লিনিক এবং আইসিডিডিআর,বি-এর ঢাকা হাসপাতালের স্বল্প-সময় পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে এই গবেষণাটি চলছে।

ছয়জন গবেষকের একটি দল এই গবেষণায় কাজ করছেন এবং তাঁদের সাহায্য করছেন নির্দিষ্ট স্থানে কর্মরত নয়জন গবেষণা সহকারীসহ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা। তারা রোগীর হাসপাতালের তথ্য-ফরম থেকে মা এবং অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে এবং রোগীর অবস্থা পরিবীক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করছে এবং জিঙ্ক চিকিৎসা পরবর্তী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য রোগীকে পর্যবেক্ষণ করছে। তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কীভাবে রোগীকে জিঙ্ক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে এ-বিষয়ে গবেষণা সহকারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা সেমিনার এবং কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

বর্তমানে প্রতিদিন দুটি রোগী-পর্যবেক্ষণ স্থানে ৬০ থেকে ৭০ জন ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রথম রোগী-পর্যবেক্ষণ স্থানটি একটি ক্লিনিক, যা মাঝারি-মাত্রায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য এবং দ্বিতীয়টি একটি ওয়ার্ড, যেখানে রোগীকে কাছ থেকে যত্নসহকারে চিকিৎসা সেবা দেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সিরাপের পরিবর্তে ট্যাবলেট ব্যবহার করে জিঙ্ক চিকিৎসা পরিবীক্ষণের এটাই হচ্ছে প্রথম গবেষণা। পূর্ববর্তী গবেষণার আলোকে ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুদের নির্দিষ্টভাবে জিঙ্ক চিকিৎসার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এই গবেষণাটি প্রথম দিকের একটি। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো থেকে এটির অন্যান্য পার্থক্যগুলো হচ্ছে – জিঙ্ক স্বল্পমাত্রার ব্যবহার, স্বল্প পর্যবেক্ষণকাল এবং জিঙ্কের ধাতব স্বাদ আড়ালের উন্নতিকরণ।

এই পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ রোগীকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডায়রিয়া-আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে গড়ে ৮০ ভাগ রোগীরই বমি ছিল। জিঙ্ক চিকিৎসা দেওয়ার পরবর্তী একঘন্টা পর্যবেক্ষণ সময়ে ২৫ ভাগ রোগী বমি করেছে। এই প্রটোকলের পরীক্ষামূলক অধ্যায়ে যে বড় পরিবর্তনটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে তাহলো, জিঙ্ক চিকিৎসা শুরু করার আগে শিশুর ধাতস্থ হওয়া। ধাতস্থ হওয়ার সংজ্ঞা হচ্ছে, শিশুর ভালো মাত্রার কর্মক্ষমতা, পানি-শূন্যতার কোনো লক্ষণ না থাকা এবং মুখে খাবার

হাসপাতালে মা'দের জিঙ্ক চিকিৎসা সম্পর্কে বলা হচ্ছে

স্যালাইন খাবার পর অন্তত এক ঘন্টা বমি না করা। জিঙ্ক-এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ গবেষণার পরীক্ষামূলক অধ্যায়ের প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে শিশুর ধাতস্থ হওয়ার সংজ্ঞাটি তৈরি করা হয়েছিলো যখন জিঙ্ক চিকিৎসার একঘন্টা পরবর্তী পর্যবেক্ষণের সময়ে ৪০ ভাগ শিশু বমি করেছিলো। জিঙ্কের চেয়ে রোগীর অসুস্থতার মাত্রাই জিঙ্ক চিকিৎসা পরবর্তী

(৩য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(২য় পৃঃ পর)

বমির কারণ, এটা নিরূপণের জন্য শিশুর ধাতস্থ হওয়ার ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়েছিলো। বমি, নিষ্ক্রিয়ভাবে উগলে দেওয়া অথবা খুবই অল্প সংখ্যায় শিশু বিরক্ত হওয়া ছাড়া অন্যকোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ধাতস্থ হওয়া ধারণাটি প্রকল্পে সংযুক্ত করা সত্ত্বেও, জিঙ্ক চিকিৎসা পরবর্তী একঘন্টা পর্যবেক্ষণ সময়ে বমির হার এখনো বেশি, যা ২৫ ভাগের কাছাকাছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন কারণগুলো বমি ঘটানোর ক্ষেত্রে কী অনুপাতে দায়ী। সম্ভাব্য কারণগুলো হচ্ছে অসুস্থতা, জিঙ্ক ওষুধের ধরন, জিঙ্ক ট্যাবলেটের স্বাদ এবং গঠন প্রকৃতি ও ওষুধ দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত মানসিক কারণ।

এই সম্ভাবনাপূর্ণ কারণগুলো, পৃথকভাবে নির্ণয়ের জন্য একটি উপ-গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়েছে যা বর্তমানে পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। এই গবেষণায় তিনটি দল থাকবে, প্রতিটি দলে ২৫০ জন রোগী নেওয়া হবে। গবেষণাটির জন্য প্রায় ছয় মাস সময় লাগবে। দুটি দলকে লটারির মাধ্যমে জিঙ্ক চিকিৎসা অথবা একটি নিষ্ক্রিয় (প্লাসিবো) চিকিৎসা গ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হবে। এই দুটি দলের তুলনামূলক বিচারে জিঙ্কের কারণে কী পরিমাণ বমি হচ্ছে তা জানা যাবে, সাথে সাথে জিঙ্ক ট্যাবলেটের স্বাদ ও গঠন প্রকৃতির জন্য কী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাও জানা যাবে। লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত তৃতীয় দলটি নিয়মিত চিকিৎসার অতিরিক্ত অন্যকোনো চিকিৎসা পাবে না। এই দলটি অসুস্থতার কারণে কী পরিমাণ বমি হচ্ছে তা জানতে সাহায্য করবে এবং নিষ্ক্রিয় ট্যাবলেট প্রাপ্ত দলটির সাথে এ-দলটির তুলনা সাপেক্ষে, মানসিক কারণ কী পরিমাণ বমির জন্য দায়ী তা নির্দেশ করবে।

এটা জানা জরুরী যে, সমাজ উন্নয়ন-ভিত্তিক সুজি প্রকল্পে যেসব শিশু জিঙ্ক চিকিৎসা গ্রহণ করবে, তাদের চেয়ে হাসপাতাল-ভিত্তিক গবেষণার এই শিশুরা সাধারণত বেশি অসুস্থ। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোতে ডায়রিয়া-আক্রান্ত স্বাস্থ্যবান শিশুদের দৈনিক ১৫০ মি:গ্রা: পর্যন্ত জিঙ্ক দেওয়া হয়েছে যাদের কোনো বমি হয় নি। এই ফলাফল থেকে ধারণা করা যায় যে, অসুস্থতা, জিঙ্ক ওষুধের ধরন এবং অন্যান্য কারণগুলোর মিশ্র-প্রতিক্রিয়া বমি উদ্রেকের কারণ এবং এই মিশ্র-প্রতিক্রিয়া অসুস্থতার তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। তাই জিঙ্ক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ গবেষণা, জিঙ্ক চিকিৎসার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া একটি ভালো নির্দেশনা দিচ্ছে এবং এটা সবচেয়ে অসুস্থ শিশুটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জিঙ্ক ট্যাবলেট সম্পর্কিত প্রশ্ন

- ড. লরেন ব্লাম এবং নাজনীন আখতার, সোশাল এ্যান্ড বিহেভিয়েরাল সায়েন্সেস ইউনিট

ফরমেটিভ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো– শহর এবং গ্রামের গবেষণা এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জিঙ্ক খাওয়ানো এবং ডায়রিয়া-প্রতিরোধক হিসেবে এর ব্যবহারের বিষয়ে তাদের প্রশ্ন ও ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করা। স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা জিঙ্ক ট্যাবলেট দেওয়ার সময় যে কাউন্সেলিং কার্ড ব্যবহার করবেন তাতে এই প্রশ্নগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এলাকার জনগণ সাধারণতঃ জিঙ্ক ট্যাবলেট সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলো বা সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন এ-কার্ডগুলোতে তাদের উপযুক্ত উত্তর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণের সময় এ-কার্ডগুলো দেওয়া হবে এবং এর ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এই প্রশ্নগুলো আমরা ছোট শিশুদের মা এবং বাবাদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে পেয়েছি। নীচের প্রশ্নগুলোর বিষয়বস্তুতে ছোট ছেলেমেয়েদের ওষুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে যেসব প্রথা ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে তা প্রতিফলিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত যেসব প্রশ্ন তাদের কাছে থেকে এসেছে সেগুলো হলো:

- আমরা কি জিঙ্ক ট্যাবলেট বুকের দুধের সাথে গুলে খাওয়াতে পারি?
- আমরা কি জিঙ্ক ট্যাবলেট খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে পারি?
- আমরা কি জিঙ্ক ট্যাবলেট খাবার স্যালাইনের সাথে গুলে খাওয়াতে পারি?
- শিশুরা কি জিঙ্ক ট্যাবলেট চুষে খেতে পারে?
- আমরা যদি শিশুকে দশদিনের বেশি জিঙ্ক ট্যাবলেট দেই তাতে কি কোনো ক্ষতি হবে?
- আমরা যদি শিশুকে এক ডোজ ওষুধ খাওয়াতে ভুলে যাই তখন কি করব?
- একবার জিঙ্ক খাওয়ানোর পর যদি শিশুর পুনরায় ডায়রিয়া হয় তাহলে কি আবার জিঙ্ক খাওয়াবো?
- নবজাতক এবং খুব-ছোট শিশুদেরকে কি জিঙ্ক দেওয়া যায়? যদি দেওয়া যায় তাহলে তার ডোজ কি একই হবে?
- বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মা কি শিশুর পরিবর্তে নিজে জিঙ্ক খেতে পারেন?
- পাঁচ বছরের উপরের শিশুদেরকে কি জিঙ্ক দেওয়া যায়? পাঁচ বছরের নীচের শিশুদের ক্ষেত্রে জিঙ্ক যেমন কার্যকরী পাঁচ বছরের উপরের শিশুদের ক্ষেত্রেও কি তা একই রকম কার্যকরী?
- অসুস্থ নয় এমন শিশুকে কি প্রতিরোধক হিসেবে জিঙ্ক দেওয়া যায়?
- জিঙ্ক-এর কি কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে?
- অন্যান্য ওষুধের পাশাপাশি কি জিঙ্ক দেওয়া যায়?
- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কি জিঙ্ক দেওয়া যায়? অন্যান্য ওষুধের পাতা থেকে জিঙ্ক ট্যাবলেটের পাতার পার্থক্য কিভাবে বুঝব?
- দিনের কোন্ সময় জিঙ্ক খাওয়াবো? এটা কি খালিপেটে দিব, না কি শিশুকে খাওয়ানোর পর দিব?
- জিঙ্ক ট্যাবলেটের দাম কত? ইত্যাদি।

গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার প্রদানকারী দুটি পরিবার

কে এই নিউট্রিসেট

- সুমনা লিজা, ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ম্যানেজার, সুজি প্রজেক্ট

নিউট্রিসেট একটি ফরাসি কোম্পানি যে জিঙ্ক ডিসপারসিবল (সহজে গলে যায়) ট্যাবলেট তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

১৯৮৬ সালে মাইকেল লেসক্যান নামে একজন খাদ্য-প্রকৌশলী এ-কোম্পানিটি গড়ে তোলেন, যিনি বহুবছর জনহিতকর কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। জনহিতকর কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও খাদ্যসম্পূরক তৈরিতেও এ-কোম্পানিটি অত্যন্ত দক্ষ। নিউট্রিসেট বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জনকল্যাণকর কাজে জরুরী অবস্থায় বিশেষকরে অপুষ্টিজনিত রোগের চিকিৎসায় বিভিন্নরকম খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করে থাকে। তারা যে-সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম থেরাপেটিক দুধ, প্লামপি নাট (একটি দ্রুত পুষ্টিকর ও সম্পূরক খাদ্য) এবং কিউবি-মিক্স। এ-পণ্যগুলি পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ যেমন – স্কার্ভি, পেলেগ্রা ও বেরিবেরি প্রতিরোধ এবং চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করা হয়।

বিশ্ববিখ্যাত এবং অত্যন্ত দক্ষ পুষ্টি, পলিমার এবং জৈব-রসায়নে পরাদর্শী কিছু পরামর্শদাতা নিউট্রিসেটের সাথে কাজে নিয়োজিত আছেন। প্রথম থেকেই নিউট্রিসেট স্থানীয় পণ্য উৎপাদন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর করে আসছে। তাদের মূল লক্ষ্য হলো – নৈতিক নীতিমালা, পণ্যের গুণগতমান ও জরুরী অবস্থা মোকাবেলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া। এর পণ্য বেসরকারী সাহায্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলোতে সহজলভ্য।

১৯৯৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ব্যাপকভাবে হয় এমন কিছু অসুস্থতা ও শারীরিক অবস্থার ওপর জিঙ্ক ও আয়রন-এর প্রভাব জানার জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাজারে জিঙ্ক সিরাপ সহজলভ্য হলেও এর মূল্য অনেক বেশি। তাছাড়া এর স্থানান্তর ব্যয়বহুল, বোতল ভেঙ্গে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি এবং ব্যবহার অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

যার ফলে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি জিঙ্ক ট্যাবলেট তৈরির সম্ভাবনা নিম্নলিখিত নির্দেশনা মোতাবেক যাচাই করার জন্য নিউট্রিসেট-এর কাছে অনুরোধ করে।

- সামান্য পানিতে ৪৫ সেকেন্ডে গলে যেতে পারে এমন হতে হবে এবং কম আদ্রতা-সংবেদনশীলও হতে হবে
- ছোট, বড় এবং শিশু সকলের জন্য প্রযোজ্য হতে হবে
- জিঙ্কের স্বাদ লুকানো যায় এমন আবার বেশি মিষ্টিও না এমন একটি ট্যাবলেট তৈরি করতে হবে
- অবশ্যই সুলভ হতে হবে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী পণ্যটি তৈরি করতে নিউট্রিসেট এবং তাদের অংশীদার রোডেল ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরির প্রায় দু'বছর লেগেছে। এই ওষুধটি ইন্ডিয়া, নেপাল ও জানজিবারের বিভিন্ন মাঠপর্যায় প্রকল্পে পরীক্ষা করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুরোধে নিউট্রিসেট ও রোডেল বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠানে এই ওষুধের প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য সম্মতি জানিয়েছে এবং সুজি প্রকল্পটি এই সুযোগ করে দিচ্ছে।

এই কোম্পানির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য আপনারা নিউট্রিসেটের হোমপেজ ঘুরে আসতে পারেন www.nutriset.fr-এ অথবা ই-মেইল করতে পারেন nutriset@nutriset.fr-এই ঠিকানায়।

ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ-এর বিবরণী

- সুমনা লিজা, ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ম্যানেজার, সুজি প্রজেক্ট

সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ একটি যৌথ বিবরণে ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসায় সংশোধিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে এবং সে সুপারিশমালায় জিঙ্ক-এর প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল তিনটি পদক্ষেপ হলো:

১. প্রচলিত খাবার স্যালাইন থেকে গ্লুকোজ এবং চিনির পরিমাণ কমিয়ে উন্নত ধরনের খাবার স্যালাইন তৈরি করা হয়েছে যা ডায়রিয়ার স্থায়িত্বকাল কমায় এবং শিরায় ব্যবহারযোগ্য স্যালাইনের প্রয়োজনীয়তাও কমায়।

২. স্বল্পমেয়াদি ডায়রিয়াতে জিঙ্ক দিলে ডায়রিয়ার মেয়াদ এবং তীব্রতা কমে যায়।

৩. ডায়রিয়া চিকিৎসায় ১০ থেকে ১৪ দিন জিঙ্ক ব্যবহার করলে পরবর্তী ২-৩ মাসে ডায়রিয়ার আক্রমণ কমে যায়।

সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী মা এবং অন্যান্য অভিভাবকগণের করণীয়:

১. পানি-শূন্যতা রোধে বাড়ীতে সহজে পাওয়া যায় এমন উপযুক্ত তরল খাবার জরুরী ভিত্তিতে অধিক পরিমাণে খাওয়াবেন, এবং যদি হাতের কাছে থাকে তাহলে খাবার স্যালাইন দিবেন।

২. অসুস্থতা চলাকালীন সময়ে স্বাভাবিক খাবার চালিয়ে যাবেন (অথবা অধিক পরিমাণে বুকের দুধ দিবেন), এবং রোগ-নিরাময়ের পর সব খাবার বেশি পরিমাণে দিবেন।

৩. পানি-শূন্যতার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে শিশুকে খাবার স্যালাইন অথবা শিরায় প্রয়োগ যোগ্য স্যালাইনের জন্য একজন চিকিৎসকের কাছে নিবেন এবং সেই সাথে ডায়রিয়ার যে-লক্ষণগুলোর জন্য ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানাবেন। (যেমন - রক্ত-আমাশয়)।

৪. শিশুদের দিনে ২০ মি:গ্রা: জিঙ্কও দিবেন ১০-১৪ দিন। ছয় মাসের কম-বয়সী শিশুদের দিনে ১০ মি:গ্রা: জিঙ্ক দিতে হবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে বলতে হবে তারা যেন উপরোক্ত পরামর্শগুলো মেনে চলার জন্য অভিভাবকদেরকে উৎসাহিত এবং নিশ্চিত করেন। উপরন্তু তাদেরকে বলা হচ্ছে যে প্রয়োজন-সাপেক্ষে তারা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করবে, যেমন - রক্ত-আমাশয় অথবা শীগেলোসিস এবং ডায়রিয়া-রোধক ওষুধ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

জিঙ্ক চিকিৎসা এবং খাবর স্যালাইনের সহজলভ্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, খাবার স্যালাইন এবং জিঙ্ক চিকিৎসা-সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের শিক্ষিত করে, স্বল্পমূল্য এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য জিঙ্ক ট্যাবলেট সম্বন্ধে জানিয়ে এবং ডায়রিয়া-চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন, জিঙ্ক এবং বাড়িতে প্রযোজ্য চিকিৎসা ব্যবহারে অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে ডায়রিয়াজনিত রোগের কারণে মৃত্যুর হার কমানোর জন্য ইউনিসেফ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন দেশে ৩ থেকে ৫ বছরের একটি পরিকল্পনা তৈরির আহ্বান জানিয়েছে।

শিশুকে জিঙ্ক খাওয়ানোর প্রস্তুতি

ডায়রিয়া-আক্রান্ত শিশুকে জিঙ্ক খাওয়ানো হচ্ছে